প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৩

প্রয়াস

শুভেচ্ছা বাণী

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অন্যতম অঙ্গীকার হলো সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো এবং সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন করেছে।

তবে ঝরে পড়া রোধ, মানসম্মত শিক্ষা, পরবর্তী শিক্ষাস্তরে অভিগম্যতাসহ সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমে সাম্য ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এখনো অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবেই বিবেচিত।

এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা গেলে বিরাজমান পরিস্থিতির উন্নয়ন হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এসব বিষয়ে গৃহীত সমুদয় প্রচেষ্টাকে বেগবান করা এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বিকাশের লক্ষ্যে কমিউনিটি নিউজলেটার 'প্রয়াস' প্রকাশিত হচ্ছে।

এ নিউজলেটারটি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

শুভেচ্ছা বাণী

শ্যামল কান্তি ঘোষ
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে অপরাপর কার্যক্রমের পাশাপাশি জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি নিউজলেটার 'প্রয়াস' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকার অনুসারে ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি করা হয়েছে। জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। যার ফলে পাশের হার বেড়েছে, ঝরে পড়ার হারও কমেছে। বেগবান হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ধারা। আর কাঙ্ক্ষিত এ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে জনঅংশগ্রহণের বিকল্প নেই।

এমতাবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ধারণা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এ পত্রিকাটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ উদ্যোগের জন্য প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি পত্রিকাটির সাফল্য কামনা করি।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

(প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণমূলক একটি কার্যক্রম)

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতো স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব বাড়ে এবং জনঅংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। অনেক স্থানে প্রত্যাশিত মাত্রায় অগ্রগতিও দৃশ্যমান হয়। কিন্তু, এখনও অধিকাংশ স্থানেই এসএমসিগুলো তেমন কার্যকর নয়, এখনো গ্রামীণ এলাকায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের কার্যকর সংযোগ সময় অনুসরণ যথাযথভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও বিলম্বে উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি ও ঝরে পড়া লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা গেলে বিরাজমান পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ তৈরি ও শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

এই ধারণাকে সামনে নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে এমন ছয়টি জেলার ছয়টি ইউনিয়নে ২০০৯ সালে স্থানীয় জনগণকে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে। এই কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমটি উপর্যুক্ত এলাকাসহ দেশের আটটি জেলার বত্রিশটি ইউনিয়নে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এই কার্যক্রমটি স্থানীয় জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কোনো সদস্যকে কোনো ধরনের সম্মানী বা ভাতা প্রদান করা হয় না। কেবলমাত্র গৃহীত কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বরত ব্যক্তিদের কাজের দায়বদ্ধতার পরিবেশ তৈরি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের কার্যকর ভূমিকা রাখা। এই গ্রুপ গঠনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

১. বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া;
২. ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টি;
৩. এসএমসিসমূহকে কার্যকর করা;
৪. বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ তৈরি ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
৫. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৬. প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং এসএমসি'র সঙ্গে যোগাযোগ, বিরাজমান সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় ও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া;
৭. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;
৮. স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য ইস্যুগুলো জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা।

ইউনিয়নভিত্তিক এডুকেশন ওয়াচ কমিটি

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ হলো ইউনিয়নভিত্তিক একটি সুসংগঠিত দল, যারা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। উপর্যুক্ত কমিটিতে ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধি, ইউনিয়নের এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতাসহ স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা সাধারণত ১৫ থেকে ২১ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি ও একজন মেম্বার সেক্রেটারী এবং অবশিষ্ট ১২ থেকে ১৮ জন সাধারণ সদস্য থাকেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

১. ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান;
২. শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য ইউনিয়নব্যাপী খানা জরিপ;
৩. জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি;
৪. বিদ্যালয়ভিত্তিক সাব-কমিটি গঠন;
৫. প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি'র সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন;
৬. স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ ও এডভোকেসি করা;
৭. "ওয়াচ গ্রুপ'-এর দ্বি-মাসিক সভা আয়োজন;
৮. জানুয়ারি মাসে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি ও ডিসেম্বর মাসে সকল শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রচারণা;
৯. ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ;
১০. বিদ্যালয়ভিত্তিক মা/অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন;
১১. বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উদযাপন;
১২. শিক্ষা সংক্রান্ত ইস্যুতে ইউপি এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়;
১৩. ওয়াচ গ্রুপ-এর উদ্যোগে ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচারণা;
১৪. ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া;
১৫. ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন ও বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;
১৬. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ।

ওয়াচ গ্রুপসহ সংশ্লিষ্টদের জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ বিষয়ক ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয় বিষয়ক কর্মশালা
- আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন
- প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন
- প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন

অভিযান-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর প্রাপ্ত ফলাফলসহ সফল উদ্যোগগুলো আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা এবং কীভাবে তা সম্প্রসারণ করা বা মূলধারায় আনা যায় তার কর্মকৌশল নির্ধারণ করা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তা উত্থাপন করা।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিশুরা আনন্দপ্রিয়, অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতূহলী। সে কারণে বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা না গেলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়। শিশুর এই মানসিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠদান সর্বজন স্বীকৃত একটি প্রক্রিয়া। শিখন তখনই সহজ, বোধগম্য ও আকর্ষণীয় হয় যখন এর মধ্যে আনন্দের পরিবেশ অনুভূত হয়। আনন্দময় পরিবেশ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনের পূর্বশর্ত।

আনন্দদায়ক শিক্ষা

আনন্দদায়ক শিখন হলো কিছু পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ :

- এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখবে,
- শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত কোনো কাজ অথবা খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে,
- এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বপ্রণোদিতভাবে শিখবে।

কেন আনন্দদায়ক শিক্ষা

বাংলাদেশে আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের আচরণ, বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এসব বিষয় নিশ্চিত হলেই আনন্দদায়ক কিংবা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিত হয় না। এর জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার পরিবর্তন প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষে কী কী কর্ম-তৎপরতা, কৌশল কিংবা উপকরণ ব্যবহার করে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তার উপর নির্ভর করে এই প্রক্রিয়ার সার্থকতা। আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর সামর্থ বৃদ্ধি করে, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পথ উন্মুক্ত করে, ঝরে পড়া রোধ করে, শিখন সহজ হয়, উপস্থিতি নিশ্চিত হয়।

আনন্দদায়ক শিক্ষার উপাদান

শিক্ষার্থীর মেধা ও শিখন মান যাচাই করে শিখনের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর উপযোগী করে পরিবেশন করাই আনন্দদায়ক শিক্ষার মূলকথা। শিক্ষা কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করার জন্য কিছু উপাদান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। উপাদানগুলো হলো পর্যবেক্ষণ, সৃজনশীলতা, আবেগ, মনোযোগ, সহভাগিতা (মতবিনিময়), নেতৃত্ব ইত্যাদি।

আনন্দদায়ক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

আনন্দদায়ক বা কর্মকেন্দ্রিক শিখন শিক্ষার্থীর সুকুমার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে, তাকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে, সর্বোপরি তাকে সৃজনশীল করে গড়ে তোলে। আনন্দদায়ক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এমন কিছু কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে যার মাধ্যমে সে আরো বেশি শিখবে, শিখতে অনুপ্রাণিত হবে, উৎসাহ বোধ করবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও স্পৃহা বাড়বে। এখানে শিক্ষকের কাজ হবে শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করা।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ের ভূমিকা নিম্নরূপ :

শিক্ষার্থীর ভূমিকা

- শিখন প্রক্রিয়ায় বেশি সক্রিয় থাকবে,
- এককভাবে, জোড়া দল ও ছোটদলে কাজ করবে,
- নিজের অর্জিত শিখন নিজেই মূল্যায়ন করবে,
- নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলার সুযোগ থাকবে,
- স্বাধীন ও মুক্তমনে মতামত দিতে পারবে,
- উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষকের ভূমিকা

- বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন,
- শিক্ষার্থীর জানার কৌতূহল সৃষ্টি করবেন,
- উদ্দীপক হিসাবে কাজ করবেন,
- সকলের চিন্তার সমন্বয় ঘটাবেন,
- শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন,
- বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন,
- প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী নিজ নিজ ভূমিকায় সক্রিয় থাকলে আমরা বলতে পারব শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জামিল মুস্তাক

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন ও ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গণসাক্ষরতা অভিযান সহযোগী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত চৌদ্দটি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন এবং আটটি ইউনিয়নে ধারণাপ্রদায়ী কর্মশালা আয়োজন করেছে।

জোড়াখালি ইউনিয়ন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার জোড়াখালি ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ধারণাপ্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আলমগীর। এতে ওয়াচ গ্রুপের ১৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এই ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ নাছির উদ্দিন আহমেদ। এতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মোট ২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

লস্করপুর ইউনিয়ন

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে হবিগঞ্জ জেলা সদরের লস্করপুর ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মোঃ খোরশেদ আলীর সভাপতিত্বে এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মোট ২২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গোপায়া ইউনিয়ন

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্যদের ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মোঃ ফজলুর রহমান ফজলের সভাপতিত্বে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মোট ২৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আমদহ ইউনিয়ন

৬ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য দেন আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম। এতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ২৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোনাখালি ইউনিয়ন

৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ধারণাপ্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ রেকাব উদ্দিন। এতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মোট ২১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন

৯ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। এতে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের মোট ২১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উপর্যুক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ওপর ধারণা দেওয়াসহ ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়। এসব সমস্যা নিরসনে "ওয়াচ গ্রুপ" কী ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় তারা নিজ নিজ এলাকার স্কুলগুলোর সমস্যা এবং সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মাসিক মিটিং করা; শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা; অবকাঠামো ও রাস্তাঘাট উন্নয়নে জনপ্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করা; ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতন করা; এসএমসি'র সদস্যদেরকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইত্যাদি।

মির্জা কামরুন নাহার, আবু রেজা

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন আয়োজিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মূল চ্যালেঞ্জ হলো শ্রেণিকক্ষে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং বিদ্যালয়ে শিখন উপযোগী পরিবেশের অভাব। এ পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন-শিখানো পদ্ধতি বিস্তরণের লক্ষ্যে এ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়েছে। এ ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকগণ আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ ও আনন্দময় শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সক্ষম হবেন এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর সদস্য, এসএমসি'র সদস্য ও অভিভাবকগণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে মোট ৪টি আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে এসব ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করে। ২০-২১ আগস্ট মেহেরপুর সদরের আমঝুপি ইউনিয়নে এ ওরিয়েন্টেশন আয়োজিত হয়। এতে ৯ জন নারীসহ ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১১-১২ সেপ্টেম্বর জামালপুরের সিদুলী ইউনিয়নে এ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৮ জন নারীসহ ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরের বিরিশিরি ইউনিয়নে এ ওরিয়েন্টেশন আয়োজিত হয়। ৮ জন নারীসহ ৩১ জন প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশগ্রহণ করেন। ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ভোলার তজুমদ্দিনের চাঁচড়া ইউনিয়নে এ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬ জন নারীসহ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ শেষে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে,

- শ্রেণিকক্ষে আসন বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটবে।
- পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য সহায়ক উপকরণ ব্যবহার হবে।
- পাঠকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল, যেমন- প্রদর্শন, অভিনয়, দলীয় কাজ অনুশীলন ইত্যাদি প্রয়োগ হবে।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি, দেয়ালিকা প্রকাশ ইত্যাদি উদ্যোগ গৃহীত হবে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, পিটিএ সদস্য, ইউনিয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিনিধি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং এ কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে শিক্ষকমণ্ডলী ও বিদ্যালয় প্রশাসন। বিদ্যালয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে এসএমসি, পিটিএ এবং শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিষয়ক ইউনিয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটি। এ সকল কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

এ লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পরিচিতি ও কার্যক্রম পর্যালোচনা, ইউনিয়নের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা, শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটির দায়িত্ব পর্যালোচনা, শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের ভূমিকা সমন্বয়ের রূপরেখা প্রণয়ন এবং ওয়াচ গ্রুপের ভূমিকা ও করণীয় চিহ্নিতকরণ।

জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে গণসাক্ষরতা অভিযান সহযোগী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে ৪টি মতবিনিময় সভা করেছে। ২৭ আগস্ট গাইবান্ধার মুক্তিনগর ইউনিয়নে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৭ জন নারীসহ ৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নে এ মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়। এতে ১২ জন নারীসহ মোট ৩৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১০ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণার বিরিশিরি ইউনিয়নে এ মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়। এতে ৯ জন নারীসহ ৩১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর জামালপুরের সিদুলী ইউনিয়নে এ মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়। এতে ৫ জন নারীসহ মোট ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে গঠিত এসএমসি, পিটিএ, শিক্ষা বিষয়ক ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ সকল কমিটি তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। তারা আগামীতে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে উদ্যোগী হবেন বলে জানান। এ সকল কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য এডুকেশন ওয়াচ কমিটি সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে বলে সভাসমূহে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মতবিনিময় সভায় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, ইউনিয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

আবু রেজা

খসড়া শিক্ষা আইন ২০১৩
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সুপারিশ হস্তান্তর

গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে খসড়া শিক্ষা আইন ২০১৩-এর উপর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশ সংকলিত করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অংশীজনদের পক্ষ থেকে আইনটির দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে।

বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত 'শিক্ষা আইন প্রণয়ন' বিষয়ে কাজ শুরু করে। যার ফলস্বরূপ ৫ আগস্ট ২০১৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে খসড়া শিক্ষা আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত আহ্বান করে। গণসাক্ষরতা অভিযান খসড়া শিক্ষা আইন-এর উপর সংশ্লিষ্টদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা ও শিক্ষক সমিতির সহযোগিতায় ৭টি বিভাগে ৯টি এবং জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় ১টি 'শিক্ষা আইন ২০১৩: অংশীজনের মতামত' শীর্ষক মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এ সকল সভায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, এসএমসি সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক সমিতি, এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রাপ্ত সকল মতামত ও সুপারিশ গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য ও এডুকেশন ওয়াচ সদস্যসহ একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অভিযানের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং প্রাপ্ত মতামতসমূহ 'শিক্ষা আইন ২০১৩' চূড়ান্ত করার সময় বিবেচিত হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

তথ্য অধিকার আইন
শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করা এবং শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করার একটি অন্যতম উপায় হলো 'তথ্য অধিকার আইন'-এর যথাযথ প্রয়োগ। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা এবং তাদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মেহেরপুর জেলায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা। এ সভায় শিক্ষায় সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এ সভায় সম্মানিত অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রফিকুল হাসান, উপ-সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিনিধি, শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, সুধীসমাজ, মিডিয়া ও বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রাজশ্রী গায়েন

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৩ উদযাপন

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতি বছরের মতো এবারও ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তনে একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি)-এর চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো প্রতিনিধি শিরিন আক্তার। সভায় বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে আরো একটি পরিকল্পনা সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৫১টি জেলায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করে। এ দিবস উপলক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অভিযান এ দিবসের প্রতিপাদ্য নিয়ে ১টি পোস্টার প্রকাশ ও বিতরণ, জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সঙ্গে যৌথভাবে একটি কর্মশালা আয়োজন, টিভি চ্যানেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ও এটিএন নিউজ-এ দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে টক শো আয়োজন এবং ৭টি পত্রিকায় শিক্ষক দিবসের দাবিসমূহ নিয়ে উন্মুক্ত আহ্বান (Wake-up call) প্রকাশ করে।

ফারদানা আলম সোমা

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা প্রতিবেদন এনসিটিবি-তে প্রদান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকার অনুসারে এনসিটিবি কর্তৃক পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এসব পাঠ্যপুস্তকের পরীক্ষামূলক সংস্করণ ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিটিবি এসব পাঠ্যপুস্তকের তথ্যগত, ভাষা ও বানান এবং মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং পাঠ্যপুস্তকের উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। গণসাক্ষরতা অভিযান এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের উপর ফিডব্যাক প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। এ টাস্কফোর্স সদস্যগণ নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করেন। মতামতসমূহ সংকলিত করে বিশেষজ্ঞ সভায় তা চূড়ান্ত করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে অভিযান কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারপার্সন ড. মনজুর আহমদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এনসিটিবি চেয়ারম্যানের কাছে সংকলিত মতামতসমূহ পেশ করেন। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান এ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানান। এসব মতামত পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এনসিটিবি'র পক্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্যও অভিযান-এর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের চিত্র

আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কার্যক্রম

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুর। সরকারি হিসাব অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় বর্তমান শিক্ষার হার ৩৩%। বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে মেহেরপুর জেলা।

এই মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে ২৩টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আমঝুপি ইউনিয়নে ওয়াচ গ্রুপের কাজ শুরুর আগে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সঙ্কট ছিল ৪০%। ৩০% স্কুলে ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল না। এছাড়া ৯০% বিদ্যালয়গুলোতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি কোনো প্রকার ভূমিকা রাখে না। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৫%। বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত দিক ছিল খুবই দুর্বল। শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব পালনে অনীহা ও অনুপস্থিতি ছিল খুবই উদ্বেগজনক।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান এবং সহযোগী সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) যৌথভাবে একটি পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯ সালে এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম হাতে নেয়। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলার ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে আমঝুপি ইউনিয়নটি শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। এই পিছিয়ে থাকা আমঝুপি ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির নাম আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন

ইউনিয়নে প্রতিটি গ্রাম থেকে বিভিন্ন পেশার ৪০-৫০ জন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় মেহেরপুর জেলার মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এ ইউনিয়নের পিছিয়ে থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে সকলেই একমত পোষণ করেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় নাগরিকের অংশগ্রহণ না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার এই দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থার উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ৯টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর কমিটির কার্যক্রম ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ে দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়, যার মধ্য দিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হয়।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রমসমূহ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ওরিয়েন্টেশনের পর একটি বার্ষিক পরিকল্পনা সভা করে। সভায় ওয়াচ গ্রুপ কী কী কার্যক্রম হাতে নেবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই মোতাবেক সদস্যরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করে সফলভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিগত ৩ বছরে যে সকল কার্যক্রম ও দায়িত্বসমূহ পালন করছেন তা নিম্নরূপ :

- ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি খানা জরিপ করা ও তথ্য সংগ্রহ করা।
- ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা।
- ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ের এসএমসি-এর সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভা করা।
- স্কুলভিত্তিক অভিভাবক সমাবেশ করা।
- অনিয়মিত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন ও অভিভাবকদের সঙ্গে মিটিং করা।
- এসএমসি ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিটিং করে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মিটিং করা।
- উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দেন দরবার/লবিং করা।
- ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যাসমূহ নিয়ে দ্বিমাসিক সভা করা।
- বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা।
- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রচার অভিযান করা।
- ওয়ার্ডভিত্তিক শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করা।
- ইউনিয়নের সকল শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে সামবেশ করা।
- বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল গাইবান্ধার শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা।

ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবর্তন ও ফলাফলসমূহ

কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা ইউনিয়নের ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সব ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা নিয়মিত স্কুলে খোঁজখবর নিচ্ছেন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণসহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছেন।
- ইউনিয়নের ২৩টি এসএমসি পুনর্গঠন হয়েছে এবং সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন।
- শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হয়ে লেখাপড়ার বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন।
- স্কুলের অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে।
- স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি কমে এসেছে ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে অনেক ঘাটতি শিক্ষক পূরণ হয়েছে এবং অযথা শিক্ষক বদলি কমে এসেছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে ও লেখাপড়ার মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলো কারণে-অকারণে বন্ধ রাখা রোধ হয়েছে ও লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে ভালো ফলাফলের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ভূমিকা রাখার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত হয়েছে। ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন।
- পিটিএ সদস্যরা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছেন।
- অভিভাবক ও সুধীবৃন্দ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নজরদারী করছেন।
- শিক্ষকদের দায়িত্বের প্রসার ঘটেছে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।
- শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের সঙ্গে অভিভাবকগণ বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে কথা বলছেন ও প্রশ্ন করছেন।
- শিক্ষকদের অনুপস্থিতি কমে এসেছে ও সময়মতো ক্লাসে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের সুযোগ পায়। এর ফলে ওয়াচ গ্রুপের কাজ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুযোগগুলো সৃষ্টি হয়:

- ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমকে সহযোগিতার জন্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ নিজ দায়িত্ব থেকে অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীদের সাহায্য প্রদান করছেন।
- নিজ গ্রামের স্কুলকে মডেল করার জন্য গ্রামভিত্তিক বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী টিম গঠিত হয়েছে। যেমন: দ্বীপ্যমান আমঝুপি, প্রদীপ্ত আমঝুপি, জাগ্রত আরমপুর, তৃণমূল মডেল একাডেমী ইত্যাদি, যা ওয়াচ গ্রুপের কাজকে সহজ করে দিচ্ছে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষণীয় দিকসমূহ

আমঝুপি ইউনিয়নের শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নিম্নরূপ :

- ওয়াচ গ্রুপের প্রতিটি কাজে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারায় অর্থের খুব বেশি প্রয়োজন পড়েনি।
- শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের ফলে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যের মধ্যে দায়িত্ব পালনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।
- শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের মধ্যেও নিজ বিদ্যালয়কে মডেল স্কুল করার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কাজ শুরুর প্রথম দিকে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। এখনো কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

- কিছু কিছু শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অনাগ্রহ দেখানো ও ওয়াচ গ্রুপকে ঝামেলা হিসাবে মনে করা।
- অতিদরিদ্র ও স্বামী পরিত্যাক্ত নারীর কাছে থাকা শিশুর লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে না পারা।
- সুবিধাবঞ্চিত ও অসচেতন পরিবারের শিশুদের নিজ বাড়িতে অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারা।
- শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যাসমূহ নিয়ে জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কমিটির কাছে পৌছুতে না পারা।

আশাদুজ্জামান সেলিম

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি নিউজলেটার **প্রয়াস** পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

UKaid from the British people

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org

গণসাক্ষরতা অভিযান CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION